গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মাছ ব্যবসায়ী নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে অটোভ্যানে চার্জ দিতে গিয়ে মাছ ব্যবসায়ি সানোয়ার হোসেন (৫০)মারা গেছেন।
নিহত সানোয়ার হোসেন গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের বসের আলীর ছেলে।
আজ বৃহস্পতিবার (৫ জুন) সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে নিজ বাড়িতে অটোভ্যানে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে গুরতর আহত হন। পরে তাকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক জন নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
আবুল কাশেম গাংনী উপজেলার পলাশী পড়া গ্রামের আবু থান্ডারের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার (৫ জুন) বিকাল চারটার দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
এর আগে সকাল ১১ টার দিকে সে মোটরসাইকেল যোগে মাঠে যাওয়ার সময় রাস্তার উপর জমে থাকা কাঁদায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এনসিপি’র মেহেরপুর সদর উপজেলা সমন্বয় কমিটি অনুমোদন

হাসমত উল্লাহকে প্রধান সমন্বয়কারী, সালাউদ্দিন রনি ও ওমর ফারুককে যুগ্ম সমন্বয়কারী করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা সমন্বয় কমিটি প্রকাশ করা হয়েছে। বুধবার এনসিপি’র সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও দক্ষিণ অঞ্চলের মুখপাত্র হাসনাত আবদুল্লাহ এ কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সাঈদ হাসান, মোঃ কাইয়ুম আলি, তাহসিন রাব্বি, সাজেদুর রহমান, মোঃ পিন্টু মল্লিক, ইব্রাহিম হোসেন, আবাবিল হাসান সুইট, ইকবাল হোসেন রাজ, মোঃ রেজাউল করিম, সাহেব মাহমুদ, মোঃ মোবারক হুসাইল, মোঃ আরাফাত হোসেন।
আগামী ৩ মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠন পর্যন্ত এ কমিটি বলবৎ থাকবে বলে বলা হয়েছে।

শব্দ দূষণের মধ্যে এক মাসে ৪২ শিশুর আগমন, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে গাইনি ওয়ার্ডে চলমান টাইলস লাগানোর নির্মাণকাজের মধ্যে গত এক মাসে জন্ম নিয়েছে ৪২ নবজাতক। এর মধ্যে সিজারিয়ানের মাধ্যমে ৩১ এবং স্বাভাবিকভাবে জন্ম নিয়েছে ১১জন শিশু। এই নবজাতক ও তাদের মায়েদের রাখা হয়েছে গাইনি ওয়ার্ডের বিভিন্ন কক্ষে, যেখানে প্রতিদিন উচ্চ শব্দে টাইলস কাটার যন্ত্র ও হাতুড়ির আঘাতে কম্পিত হচ্ছে চারপাশ।

গাইনি ওয়ার্ডের পাশেই অবস্থিত অপারেশন থিয়েটারে নিয়মিত সিজারিয়ান অপারেশন চলছে। সেসব শিশুদের রাখা হচ্ছে অপারেশন থিয়েটারের পাশের রুমগুলোতে। যেখানে জোরালো নির্মাণকাজ রোগীদের জন্য একপ্রকার

নিরব যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মাণযন্ত্রের শব্দে শিশুরা ঘন ঘন চমকে উঠছে, ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, কান্নাকাটি করছে, এবং মা-বাবারা পড়ছেন উদ্বেগে।

গাইনি ওয়ার্ডে থাকা নবজাতকের মা শুভরাজপুর গ্রামের মোছা. রুনা খাতুন বলেন, “আমার বাচ্চা একটু শব্দ হলেই কেঁদে ওঠে। ডাক্তাররা বিশ্রাম নিতে বলেছে, কিন্তু এখানে বিশ্রাম নেওয়া অসম্ভব।”

গাইনি ওয়ার্ডের এক সেবিকা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “শিশুরা শব্দে অস্থির হয়ে ওঠে। মায়েরা ঘুমাতে পারছেন না। আমরা কর্তৃপক্ষকে বলেছি, কিন্তু এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি।”

হাসপাতালের ওই ওয়ার্ডের সেবিকা ইনচার্য শিউলী সরকারের মতে, নবজাতকেরা শব্দের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। অতিরিক্ত শব্দ তাদের শ্রবণশক্তি, স্নায়ু ও ঘুমের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। জন্মের পরপরই শিশুদের শান্ত ও শব্দমুক্ত পরিবেশে রাখা অত্যন্ত জরুরি। কর্ত্তৃপক্ষ যেভাবে বলেন, আমরা সেভাবে দায়ীত্ব পালন করি।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়ার শায়লা জাহান বলেন, “পরিস্থিতি আমরা জানি। গণপূর্ত বিভাগ জানিয়েছিলেন ১০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হবে। একমাসেও শেষ হচ্ছেনা। এখনও বেশ ক‘দিন লাগবে মনে হচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে শব্দ যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সে চেষ্টাও চলছে।”

অভিভাবক ও সচেতন মহলের দাবি, হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল জায়গায় এই ধরনের নির্মাণকাজ সময় ও স্থান বিবেচনায় পরিচালনা করা উচিত। নবজাতক শিশুদের অন্যত্র সরিয়ে অথবা নির্মাণের সময় সীমিত করে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। অথবা গাইনি ওয়ার্ড সাময়িক স্থানান্তর করা উচিৎ ছিল।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি দ্রুত সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত ও দায়িত্বশীল আচরণই হতে পারে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংবাদ সম্মেলন : ফসল তসরুপাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারাবাটি গ্রামের সেলিম ও মামুনের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল, ফসল তসরুপাত ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ তুলেছেন চৌগাছা গ্রামের ভুক্তভোগী রনি গমেজ ও কৃষক বরকত আলী। এ বিষয়ে বুধবার (৪ জুন) সকালে সাহারবাটি মাঠে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন ভুক্তভোগীরা।

ভুক্তভোগী রনি গমেজ তার বক্তব্যে বলেন, সাহারবাটি মৌজায় আমাদের খাস খতিয়ানভুক্ত কিছু জমি রয়েছে। যা সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে আমার বাবা বীমল গমেজ ক্রয় করে। সেই সুত্রে আমাদের আরএস রেকর্ড, এসএ রেকর্ড এবং দলিল রয়েছে। যার বলে আমরা এই জমিতে দীর্ঘ বছর চাষাবাদ করি। জরুরী ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় সাহারবাটী গ্রামের বরকত আলীর কাছে বাৎসরিক চুক্তিতে বন্দক রাখি। বরকত আলী জমিতে বাঁধাকপি চাষ করে চারা রোপন করেন।

কিন্তু সাহারবাটী গ্রামের সেলিম ও মামুন জোরপূর্বক ফসল নস্ট করে চাষ করে ফসল তছরুপ করেছে এবং ক্ষমতার দাপটে জমি দখল নেয়ার চেস্টা করছে। আমরা দুর্বল সংখ্যালঘু তাই আমাদের হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

২০১১ সালে তাদের নামে একটি ভুয়া নামখারিজ করে। সেই নামখারিজ আমরা বাতিলের আবেদন করলে, নামখারিজটি বাতিল হয়ে যায়। এবং গত দুই মাস আগে জমিটি আমাদের হোল্ডিংয়ে ফেরত যায়। সেই হিসেবে আমরা আবারো জমিতে আসি এবং এক বছরের জন্য জমিটি ১লাখ টাকায় কৃষক বরকতকে চাষাবাদের জন্য বর্গা দিই। কৃষক বরকত ৪৩ দিন আগে জমিতে কফির চাষ শুরু করে। কিন্তু সেলিম ও মামুনরা গতকাল সমস্ত জমির কফি তসরুপাত করে এবং জমিতে ট্রাক্টর ঢুকিয়ে চাষ করে। এতে কৃষক বরকত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

ভুক্তভোগী কৃষক বরকত আলী জানান, আমি মহুরীর মাধ্যমে কাগজ পাতি দেখে, এক বছরের জন্য দেড় বিঘা জমি ১ লাখ টাকায় বর্গা নিই। এবং জমিটি তহশীলদার জাকির হোসেন আমাকে মেপে ঠিক করে দিয়ে যায়। কিন্তু সেলিম ও মামুনরা আমার ৪৩ দিন আগে লাগানো সমস্ত কপি তসরুপাত করে। এতে আমার প্রায় ৪০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এছাড়া তারা আমাকে জমিতে না আসার জন্য হুমকি প্রদান করে। জমিতে গেলে আমাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী রনি গমেজ ন্যায্যতার ভিত্তিতে তাদের জমির দোখল বুঝে পেতে এবং ভুক্তভোগী কৃষক তার ফসলের ক্ষতিপূরণ চেয়ে প্রসাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

মেহেরপুরের নতুন দরবেশপুরে প্রত্যাশার আলো সংগঠনের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুর সদরের নতুন দরবেশপুর গ্রামে ঈদ উল আযহা উপলক্ষে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেছে মানবিক সংগঠন “প্রত্যাশার আলো”।

গতকাল বুধবার বিকেলে এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২৫০টি প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে ঈদের খাদ্যসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

সংগঠনের সভাপতি শামীমুল ইসলাম শামীম বলেন, “ঈদ শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সহানুভূতি ও ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার সময়। আমরা চাই সমাজের কেউ যেন এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত না থাকে।”

সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ বলেন, “আমরা এখন অনুভূতির সংকটে ভুগছি। প্রত্যাশার আলো শুধু একটি সংগঠন নয়—এটি এক বিবেক-জাগরণী আন্দোলন, যেখানে মানুষ তার দায়িত্ব অনুভব করে অন্যের পাশে দাঁড়ায়।”

সংগঠনটির মূল স্লোগান—“প্রজন্মের প্রত্যাশা বিনির্মাণে আমরা”—কে সামনে রেখে কাজ করছে “প্রত্যাশার আলো”, যারা মানবিক মূল্যবোধ পুনর্জাগরণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখছে।

সংগঠনটি ভবিষ্যতে অবৈতনিক পাঠদান, বয়স্ক ভাতা, মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে আরও ব্যাপক অবদান রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

আপনার একটুখানি সহযোগিতা বদলে দিতে পারে একটি জীবন। সাহায্যের হাত বাড়ান, আলো ছড়িয়ে দিন।” অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরজুল্লাহ রহমান বাবলু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান শফিকুল ইসলাম শফি , জাহিদ বিশ্বাস, কাওসার বিশ্বাস ও আজের আলী।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুফতি খায়রুল বাশার, মাহাবুবুল ইসলাম, আশাদুল ইসলাম, ও আলমাছ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও সদস্যবৃন্দ, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: আকাশ ইসলাম (সাংগঠনিক সম্পাদক), নাজমুস সাকিব (দপ্তর সম্পাদক), মুন আফ্রিদী (প্রচার সম্পাদক), তাসিনুল ইসলাম সৌরভ (ছাত্রবৃত্তি সম্পাদক), আহসান তাহমিদ (উন্নয়ন সম্পাদক), এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হাসিবুল, সুজন, রফিক, রশিদ, সাইরুল, সাহাবুল, মামুন, নয়ন, বাবু, সাকিব, সাহাদ, মমিন সহ অনেকেই।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৩ জুন) রাত থেকে বুধবার (৪ জুন) ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামি হলেন তারানগরের খোসবারী খানের ছেলে মোঃ রাশেদ খান (৩০), মামলা নং-০৫, তারিখ- ০৩/০৬/২৫খ্রিঃ, ধারা- ২০১৮

সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১)টেবিলের ১০(ক) ও ১৯(ক)।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অপরাধীদের গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ীর মৃত্যু, আহত ৪

মেহেরপুরে ছাগল বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নজিম উদ্দিন (৬৪) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন ছাগল ব্যবসায়ী।

বুধবার (৪ জুন) দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের দরবেশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নজিম উদ্দিন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডোম্বলপুর গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, একটি যাত্রীবাহী বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে সামনে থাকা ড্রাম ট্রাক দেখে নিয়ন্ত্রণ হারায় ইঞ্জিনচালিত আলগামনটি। এতে সেটি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই নজিম উদ্দিন নিহত হন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, “পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে বাল্যবিবাহ বন্ধ করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার

পুরোদমে চলছে বিয়ের আয়োজন, রান্নার কাজ প্রায় শেষ, বরযাত্রী কেবল আসতে দেরি, বরযাত্রী আসার আগেই চলছে রং মাখামাখি এরই মাঝে উপস্থিত হলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। কারণ অন্য কিছু নয়, সবেমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী, তাই বাদ সাধলেন বিয়ের আয়োজন বন্ধ করতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমানসহ অন্যান্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

শহরে পুরাতন বাস স্ট্যান্ড পাড়ার মফিজুল ইসলামের মেয়ে ও মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর সাথে স্টেডিয়াম পাড়ার মহাসিন আলীর ছেলে গার্মেন্টস কর্মীর বিয়ে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বিয়ের আয়োজন প্রায় সম্পন্ন, শুধু বর আসতে বাকি ছিল। ততক্ষণে খবর পৌঁছে যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলামের কানে, তিনি কাল বিলম্ব না করে সহকর্মীসহ অন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের নিয়ে হাজির হলেন বিয়ে বাড়িতে। মুহূর্তের মধ্যে বিয়ে বাড়ির চিত্রটা পাল্টে যায়। ততক্ষণে বিয়ে বাড়িতেও জমে গেছে শতাধিক উৎসুক মানুষ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ সময় বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানোর পর তারাও বিয়ে বন্ধ করতে সম্মত হন। এবং মুচলেকা নিয়ে বিয়েটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেন।

মেহেরপুরে মাসব্যাপী শিল্প ও পণ্য বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুর স্বপ্নচূড়া সংগঠনের উদ্যোগে মেহেরপুর বাস টার্মিনাল প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী শিল্প ও পণ্য বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে এবং পায়রা উড়িয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা। আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক তামিম হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, শ্রমিক নেতা সাকুয়াদ হোসেন সবুজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মনোজ্ঞ আতশবাজি প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়, যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

মাসব্যাপী এই মেলায় দেশীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন শিল্প ও পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আয়োজকরা আশা করছেন, মেলাটি স্থানীয় শিল্পপণ্য ও ব্যবসায়ের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।